বাগদাদ থেকে দামেশক-(পর্ব-৯)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

সিরিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘতম সীমান্ত দেশ তুরস্ক। তুরস্কের সাথে সিরিয়ার ৮২২ কি. মি. সীমান্ত রয়েছে। অন্যান্য দেশ থেকে তুরস্ক সবচেয়ে বেশি সহমর্মীতা দেখিয়েছে। গত পাঁচ বছরের দীর্ঘ গৃহযুদ্ধে ১২ লাখ সিরিয়ান উদ্বাস্তু হয়েছে। মোট সরনার্থীর অর্ধেক-ই তুরস্কে আশ্রয় নিয়েছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় তুরস্কের সরনার্থীরা শান্তিতে রয়েছে।

.

দাউলাতুল ইরাক ও নুসরা তুরস্কের মাধ্যমে বিদেশী যোদ্ধা গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন দেশ থেকে মুহাজিরীন তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারা হয়ে ইরাক-সিরিয়ায় প্রবেশ করে থাকে। মুসলিম বিশ্ব থেকে অর্থনৈতিক যাহায্য ও অস্ত্র তুরস্ক হয়ে সিরিয়া প্রবেশ করে। সিরিয়া যুদ্ধে তুরস্কের ভূমিকা এতটা-ই গুরুত্বপূর্ণ।

.

শাইখ বাগদাদী নুসরাকে যে দু'টি আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, নুসরা শুরা পরিষদের (উপদেষ্টা পরিষদের) সর্বসম্মতি ক্রমে তা প্রত্যাখ্যান করে। নুসরা সিরিয়া যুদ্ধে তুরস্কের প্রয়োযনীতা তুলে ধরে, এবং তুরস্কে যেকোনো আক্রমণের সিদ্ধান্তকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করে।

নুসরা বলে, ফ্রি সিরিয়ান আর্মীকে আমরা মুর্তাদমনে করি না। যেখানে কাফেরদের উপর পূর্ব ঘোষণা ছাড়া আক্রমণ করা যায়েজ নেই, সেখানে মুসলিমদের উপর পূর্ব ঘোষণা ছাড়া আক্রমণ করা কিভাবে যায়েজ হতে পারে..? রাসূল সঃ বলেন "স্রষ্ঠার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্য করা কিছুতেই যায়েজ নেই "(তিমিযী,মুসলিম)। অতএব, বাগদাদীর নির্দেশ মান্য করা জাওলানীর জন্য যায়েজ নেই, যদিও তিনি তার আমীর হন।

.

হাজ্জী বকর এবং বাগদাদীর ক্রধ আরো বেড়ে যায়। তারা মনে করেন, আক্রমণের নির্দেশ অমান্য করার মাধ্যমে জাওলানী দাউলাতুল ইরাকের বাই'আত (আনুগত্যের শপথ) ভঙ্গ করেছে।

.

হাজ্জী বকর জাওলানীর নিকট পত্র লিখেন। পত্রে কড়া ভাষায় জাওলানীকে দু'টি অপশন দেওয়া হয়। এক, আক্রমণের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা। অথবা নুসরাকে দাউলাতুল ইরাকের সাথে যুক্ত করে "দাউলাতুল ইরাক & শাম"কে মেনে নেওয়া।

.

জাওলানী পত্রের উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।তিনি দাউলাতুল ইরাককে উপেক্ষা করতে থাকেন। যে দু'টি অপশন দেওয়া হয়েছে, তার কোনোটি-ই সিরিয়া জিহাদের জন্য কল্যাণকর নয়। অপেক্ষার প্রহর গুনতে লাগলো। জাওলানীর নীরবতায় হাজ্জী বকরের অস্থিরতা বেড়েই চললো।

.

হাজ্জী বকর জাওলানীর নিকট দূত প্রেরণ করেন। যেন সে সরাসরি জাওলানীর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে। দূত সাক্ষাতের অপেক্ষায় ছিলো। জাওলানী নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে সাক্ষাৎ করলেন না। দূত ফিরে আসলো।

.

শাইখ বাগদাদী নুসরাকে এবার সত্যি সত্যি-ই হুমকি মনে করলেন। তিনি ভাবলেন, নুসরা নিজেকে দাউলাতুল ইরাক থেকে বড় মনে করছে। এবং জাওলানী তার আনুগত্য থেকে বেড়িয়ে গেছে।

.

হাজ্জী বকর বাগদাদীকে পরামর্শ দেন.. একটি গোয়েন্দা টিম পাঠানো হোক ,যারা নুসরার অভ্যন্তরে প্রচারণা চালাবে। তাদেরকে "দাউলাতুল ইরাক & শাম"-এর গুরুত্ব বুঝাবে। এবং তারা দেখবে যে নুসরার মধ্যে বাগদাদীর প্রতি অস্থা কেমন।

.

বাগদাদী দশ জনের একটি গোয়েন্দা টিম শামে পাঠালেন। তারা দুই সপ্তা নুসরার উপর পর্যবেক্ষণ করলো। দাউলাতুল ইরাক & শামের প্রচারণা চালালো। নুসরার প্রভাবশালী নেতাদের দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করলো। তারা নুসরার মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করলো। কেউ বাগদাদীর সমর্থন করলো, কেউ বিরোধিতা করলো। জর্ডান,কুয়েত, সৌদি এই তিন দেশের মুহাজিরীনদের মধ্যে বাগদাদীর প্রতি সমর্থন বেশি ছিলো। বিশেষ করে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মুহাজিরীনরা ইরাক থেকে শাম পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিকে এক আমীরের অধীনে আনার পরিকল্পনাকে স্বাগতম জানালো।

.

নুসরার মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। নুসরার নেতাকর্মীদের মধ্যে কিছু অতি উৎসাহী তাকফির করতে শুরু করে। তারা ফ্রি সিরিয়ান আর্মীকে মুর্তাদ বলে। আহরার আশ-শামকেও মুর্তাদ বলে। নুসরা এধরণের উৎসাহী ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়। জেলে পুরে রাখে। কোরআন-হাদীসের স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া তাকফির করা কঠর ভাবে নিষিদ্ধ করেছিলো নুসরা। আলজাযীরার সাংবাদিক আবু মানসুরের প্রশ্নোত্তরে জাওলানী বলেন "নুসরা কোন মুসলিমকে তাকফির (মুর্তাদ বলে না) করে না, যতক্ষণ না তার থেকে স্পষ্ট কুফুরী পওয়া যায়। আমরা এখন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করি যারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। "

.

আহরার আশ-শাম কি গণতান্ত্রীক দল..?

- ২০১১/২/১১ তারিখে আহরার আশ-শাম গঠিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় তারা গোপনে কার্যক্রম চালায়। ২০১১ সালের শেষের দিকে চারটি গ্রুপের সমন্বয়ে আহরার আশ-শাম আত্মপ্রকাশ করে।গ্রুপগুলোর নাম..

১: كتاءب احرار الشام

২: حركة الفجر الاسلامية

৩: جماعة الطليعة الاسلامية

৪: كتاءب الايمان المقاتلة

সিরিয়ায় সালাফি জিহাদের উলামাদের নেতৃত্বে আহরার আশ-শাম গঠন করা হয়। যাদের হাতে আহরার আশ-শাম গঠিত হয়েছে..

১: শাইখ হাশেম আবু জাবের।

২: শাইখ আবু সালেহ্ তাহহান।

৩: আবুল আব্বাস আশ-শামী।

.

যুদ্ধের ময়দানে শত্রুকে বোকা বানিয়ে, যুদ্ধে জয়ী হওয়া যেমন যুদ্ধের একটি কৌশল। তেমনি শত্রু থেকে নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে গোপনে রেখে, শত্রুকে বোকা বানানোও যুদ্ধের কৌশল। এবং তা জায়েয। এটাই যুদ্ধের নিয়ম। আহরার আশ-শামের মূল লক্ষ্য সিরিয়ায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা। যদিও তারা এই পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠার পর এক বছর গোপন রেখে ছিলো।

.
একটি জামাত কখন জিহাদী হয়? যখন তারা আলেমদের নেতৃত্বে কোরআন-হাদীসের উপর থেকে লড়াই করে, তখন অবশ্যই তাদের জিহাদী জামাত বলা যায়। আল্লাহ বলেন "তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছো না..? অথচ আসহায় নারী-পুরুষরা আর্তনাদ করছে এই বলে যে, হে আল্লাহ আপনি এই জনপদের জালিমদের হাত থেকে আমাদের মুক্তি দিন। এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে এক জন নেতা নির্ধারণ করে দিন।"
উপরের আয়াতে আল্লাহ অসহায় মানুষের পক্ষে লড়াই করার নির্দেশ করেছেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা থাকতে হবে এরকম শর্ত আল্লাহ করেন নি।
.
অতএব, আহরার আশ-শামের কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই, বা তারা গণতন্ত্রী, এই বলে যারা মুসলিমদের পবিত্র রক্তকে হালাল করে, তাদের ফাঁদে পা দিয়ে নিজের আখেরাত নষ্ট করা থেকে বিরতো থাকুন।
.
জিহাদী গ্রুপগুলো কেন সৌদি আরব ও অন্যান্য দেশের সাহায্য গ্রহণ করে..?
-আপনি আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন, মসজিদ মাদরাসাগুলোতে কেন রাজনৈতিক নেতাদের টাকা গ্রহণ করা হয়..?
-রাসূল সাঃ বলেন "নিশ্চই আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে জালেম-ফাসেকদের দিয়েও শক্তিশালী করবেন।"
-আল্লাহ তার দ্বীন পরিচালনার দায়িত্ব কোনো একক ব্যক্তির উপর ছেড়ে দিবেন না। যাতে করে সেই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে দ্বীনেরও মৃত্যু না ঘটে। মুসলিম জনসাধারণ কষ্টে উপার্জিত পয়সা থেকে সামান্য যতটুকু দান করবে, আল্লাহ তা দিয়েই ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখবেন। রাসূল সঃ এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের প্রতিটি কাজ এভাবেই হয়ে আসছে। বিভিন্ন যুদ্ধের সময় রাসূল সঃ তাঁর চাদর বিছিয়ে বলতেন তোমরা সাধ্যানুযায়ী দান করো।সাহাবীগণ দান করতেন। যার কাছে দুটি খেজুর ছিলো সে একটি দান করে দিতেন। ইসলাম এভাবেই চলে আসছে। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই চলবে। এটা আমাদের গর্ব। আমরা মুসলিমরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় বেশি দানশীল। জিহাদের ময়দানগুলোকে আল্লাহ এভাবেই পরিচালনা করছেন। অতএব, সৌদি আরবের সাধারণ মুসলিমদের দানগুলো যখন সিরিয়া পৌঁছে তখন একথা বলা উচিত নয় যে, এরা সৌদি আরবের দালাল(সমাপ্ত)।
.
প্রতিপক্ষ দলকে তাকফির করার কারণে যাদেরকে নুসরা জেলে দিয়ে ছিলো..
১: আবু রেতাজ তিউনিসী।
২: আবু ওমার ইবাদী, তিউনিসী।
৩: আবু দামদাম আল-হুসনা।
৪: আবু হাজ্জায নাওয়ারী,মরোক্ক।
৫: আবু বকর ওমর আল-কাহতানী সাউদী।
আবু বকর সাউদী নুসরার প্রতিপক্ষ দলগুলোকে তাকফির করতো। এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্ররোচনা দিতো। নুসরা তাকে তিন বার জেলে পুরে ছিলো। আবু বকর সাউদী প্রথম ব্যক্তি যিনি নুসরা থেকে বেরিয়ে দাউলাতুল ইরাকের সাথে যোগ দেয়। এবং নুসরার বিরুদ্ধে দাউলাতুল ইরাককে সহযোগীতা করেন।

.
নুসরার মধ্যে যারা ঢালাউ ভাবে তাকফির করতো তারাই মূলতো বাগদাদীকে সমর্থন দিতো। দুই সপ্তা পর দশ গুপ্তচর ফিরে আসলো। নুসরার মধ্য থেকে যারা বাগদাদীর প্রতি সমর্থন দিতো, তাদের ছবি অডিও ভিডিও ডকুমেন্ট সাথে নিয়ে আসলো।
.
হাজ্জী বকর বাগদাদীকে শামের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বারণ করলেন। তিনি বলেন, আমরা দুজন শামে গিয়ে বাস্তব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবো। আর শামবাসী তো আপনাকে কখনো দেখে নি। তাই শামে ঘুড়ে এসে "দাউলাতুল ইরাক & শাম" ঘোষণা দিলে শামবাসীর মধ্যে তা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করবে।
.
হাজ্জী বকরের পরামর্শ বাগদাদী গ্রহণ করলেন। সিরিয়ায় বাগদাদীর অবস্থানের জন্য তুর্কী সীমান্তকে নির্ধারণ করা হলো। বাগদাদী, হাজ্জী বকর আরো তিন জন নেতাকর্মী এবং নিরাপত্তারক্ষী সহ তারা সিরিয়ার পথে যাত্রা শুরু করলেন।
.